

## সূরা আস্স সাফ্ফাত-৩৭

### (হিজরতের পূর্বে অবর্তীণ)

★ [এটি মঙ্গী সূরা এবং বিস্মিল্লাহ্‌সহ এ সূরায় ১৮৩টি আয়াত রয়েছে।

সূরা আস্স সাফ্ফাতের প্রথম দিককার আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা দেয়ার পূর্বে এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, এ আয়াতসমূহে এ কথা বলা হয়েছে যে এগুলোতে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ যখন পূর্ণ হবে তখন এটাও প্রমাণিত হয়ে যাবে, যে নব জীবনের ঘোষণা খুব দৃঢ়ভাবে করা হয়েছে সেটিও অবশ্যই কার্যকর হবে। যেভাবে ১২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তুমি তাদের জিজেস কর তোমরা কি তোমাদের সৃষ্টিতে বেশি শক্তিশালী না কি তারা (বেশি শক্তিশালী) যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করেছেন? কাফিরদের নির্বাক করে দেয়া এ প্রশ্নের পর এটা ঘোষণা করা হয়েছে, তোমাদের সৃষ্টি করার শক্তির তুলনায় সৃষ্টি হিসেবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা অনেক বড় মর্যাদার অধিকারী এবং তিনি এ শক্তি রাখেন, তোমরা যখন মৃত্যুর পর মাটিতে পরিণত হবে তখন তিনি নুতন করে তোমাদের জীবিত করবেন এবং সাথে সাথে এ সর্তর্কবাণীও রয়েছে, তোমাদের যখন পুনরায় জীবিত করা হবে তখন তোমাদের লাঞ্ছিতও করা হবে। অর্থাৎ সেসব লোক যারা উচ্চস্তরে নিজেদের সৃষ্টির দাবী করতো তাদের কাছে এটা প্রমাণিত হয়ে যাবে, তাদের সৃষ্টির কোন মূল্যই নেই এবং ‘আশাদ্বু খাল্কা’ (অর্থাৎ শক্তিশালী স্রষ্টা) কেবল আল্লাহ্ তাআলারই সত্তা।

এখন আমরা প্রথম দিককার আয়াতসমূহের দিকে মনোনিবেশ করছি। ‘অস্সাফ্ফাতে সাফ্ফান’ (অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান) এ প্রকৃতপক্ষে সেসব যুদ্ধবিমানের সংবাদ দেয়া হয়েছে, যা মানুষ তৈরী করবে। তারা সারিবদ্ধ হয়ে শক্রকে আক্রমণ করবে, বার বার তাদের সতর্ক করবে এবং তাদের বিপুল সংখ্যায় (আকাশ থেকে) এরূপ ‘লিফলেট’ ছাড়বে যাতে তাদের জন্য এ ভুশিয়ারবাণী থাকবে – আমাদের সামনে তোমাদের মাথা নত করে দাও, অন্যথা তোমাদের ধ্বংস করে দেয়া হবে।

এরপর আল্লাহত্তাআলা বলেন, তাদের কী সামর্থ্য আছে তারা নিজেদের বাহ্যিক শক্তির দরুন খোদা হওয়ার দাবী করে? আল্লাহ্ একজনই। এরপর বলা হয়েছে, তিনি সব ‘পূর্ব’ এর প্রভু। এ আয়াতটিও একটি ভবিষ্যদ্বাণীর মতই। নতুবা সেই যুগেতো কয়েকটি ‘পূর্ব’ এর কোন ধারণাই বিদ্যমান ছিল না, যে ধারণা এ যুগে সৃষ্টি হয়েছে। এটি হবে সেই যুগ যখন মানুষ অনেক উর্ধ্বে উড়ার ক্ষমতাসম্পন্ন রকেট ও ইত্যাকার অন্যান্য যানবাহনের আবিষ্কারের মাধ্যমে উর্ধ্বাকাশের রহস্য জানার চেষ্টা করবে। বর্তমান যুগে এরূপ প্রচেষ্টাই করা হচ্ছে। কিন্তু চারদিক থেকে তাদের ওপর পাথর নিষ্কেপ করা হবে। অর্থাৎ তারা জ্যোতিক্ষমতলী হতে অত্যন্ত বিপদজনক বর্ষণশীল পাথরের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হবে। নিকটস্থ আকাশের কিছু রহস্য উদ্ঘাটন করা ছাড়া তারা অন্য কিছুতে সফল হবে না। এটি সেসব বিষয় যার সম্পর্কে এ যুগ ও এ যুগের নিত্যনতুন আবিষ্কার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে ঠিক এসব কিছুই ঘটে চলেছে।

যেহেতু এ সূরার প্রারম্ভে যুদ্ধবিহীনের উল্লেখ করা হয়েছে যা জাগতিক বিজয়ের জন্য জাতিসমূহের মাঝে সংঘটিত হবে, সেজন্য এতে হ্যারত মুহাম্মদ (সা:) এবং তাঁর সাহাবাগণের সেসব যুদ্ধের কথাও বলা হয়েছে যা কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল এবং সেসব যুদ্ধে অন্যদের রক্তপাত করার জন্য তলোয়ার উঠানো হয়নি। বরং কুরবানীর পশুর ন্যায় সাহাবাগণের জামাতকে জবাই করা হয়েছিল এবং এ বিষয়টি হ্যারত ইব্রাহীম (আ:) এর সেই কুরবানীর সাথে সম্পৃক্ত যা তিনি স্বীয় পুত্রকে জবাই করার সংকল্পের আকারে করেছিলেন। কোন ভেড়া জঙ্গলে আটকে গিয়েছিল এবং ‘জিবহে আয়ীম’ অর্থাৎ ভেড়া জবাই করার বিনিময়ে হ্যারত ইসমাইল (আ:)কে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, তফসীরকারদের এ ধারণা একান্তই ভুল। এ কথা কুরআনেও দেখতে পাওয়া যায় না এবং হাদীসেও না। হ্যারত ইসমাইল (আ:) এর তুলনায় একটি ভেড়া কিভাবে মহানতর হতে পারে? হ্যারত ইসমাইল (আ:)কে এ জন্য জীবিত রাখা হয়েছিলো যাতে জগত্বাসী সেই মহান জবাই এর দৃশ্য দেখে নেয়, যা হ্যারত রসূলুল্লাহ্ (সা:) এর যুগে প্রকাশিত হয়েছিলো। সূরা সাফ্ফাতের শুরুতে যদিও সারিবদ্ধভাবে অনেক আক্রমণকারীর কথা বলা হয়েছে তবে এ সূরার শেষভাগে কুরআন করীম এ বর্ণনা দিচ্ছে, আসল সারিবদ্ধ সেনাবাহিনী তো আমাদেরই। এতে হ্যারত রসূলুল্লাহ্ (সা:) এর সারিবদ্ধ সেনাবাহিনীর কথাও বলা হয়েছে এবং সেসব ফিরিশ্তার কথাও বলা হয়েছে, যাদেরকে সারিবদ্ধভাবে আকাশ থেকে অবর্তীণ করা হয়েছিল। এর শেষ ফলাফল এ-ই ছিল, বাহ্যিকভাবে তো সারিবদ্ধ এই দুর্বল যোদ্ধারা পরাজিত হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, যাদের শক্ররা ছিল তাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিধর। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের প্রাধান্য লাভ করলো এবং আল্লাহ্ ও আল্লাহ়প্রেমিকরাই বিজয়ী হলো। (হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক উর্দ্ধতে অনুদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা নেয়া হয়েছে)]

## সূরা আস্সাফ্ফাত-৩৭

মক্কী সূরা, বিস্মিল্লাহসহ ১৮৩ আয়াত এবং ৫ রংকু

১। \*আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। ২৪৬সোরিতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো (সেনাদলের) কসম ২৪৬ ।

وَالصَّفَّتِ صَفَّاً ②

৩। আর (তাদের কসম) যারা শক্রদেরকে কঠোরভাবে হতিয়ে দেয় ২৪৭ ।

فَالْزُّجْرَتِ زَجْرًا ③

৪। এরপর (তাদের কসম) যারা উপদেশবাণী (অর্থাৎ কুরআন) পড়ে শুনায় ২৪৮ ।

فَالشَّلِيلِيْتِ ذَكْرًا ④

৫। \*নিচয় তোমদের উপাস্য একজনই ২৪৯

إِنَّ الْهُكْمَ لَوَاحِدٌ ⑤

দেখুন : ক. ১৪১ খ. ৫৪৭৪; ১৬৪২৩; ২২৩৩৫ ।

২৪৬৫। শক্রের মোকাবিলার জন্য ব্যহু রচনা করে মুসলমানরা শক্রের সামনা-সামনি দণ্ডযামান অথবা পাঞ্জেগানা নামাযের জন্য তারা ইমামের পিছনে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডযামান বুঝায় ।

২৪৬৬। ‘ওয়া’ অর্থঃ-ও, অতঃপর, যখন, একই সময়ে, সাথে, একত্রে, কিন্তু, অর্থচ । এটি ‘রূক্বার’ সমার্থবোধক যেমন, প্রায়ই, সময় সময়, হয়ত অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং কসম বা শপথ গ্রহণার্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে । তখন অর্থ দাঁড়ায়-আমি অমুকের বা অমুক জিনিমের নাম নিয়ে শপথ বা কসম করছি বা আমি শপথপূর্বক সাক্ষ্য দিচ্ছি বা সাক্ষীরপে পেশ করছি (আকরাব, লেইন) । কুরআন করীমে আল্লাহ কোন জীবের নামে শপথ করেছেন বা কোন জিনিমের নামে শপথ করেছেন, অর্থাৎ ঐ জীব বা ঐ জিনিমটাকে সাক্ষ্যরপে পেশ করেছেন । সাধারণত আল্লাহর নামে কোন ব্যক্তি যখন কসম খেয়ে কথা বলে তখন তার উদ্দেশ্য থাকে : (১) প্রয়োজনীয় সাক্ষীর অভাব পূরণ করা, (২) তার কথার গুরুত্ব বৃদ্ধি করা, (৩) তার বক্তব্যের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করা । অন্য কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য না থাকায় এইভাবে আল্লাহকে সাক্ষ্যরপে পেশ করে সে বলতে চায় যে সে সত্য কথা বলছে । কিন্তু কুরআনে ব্যবহৃত কসম খাওয়ার উদ্দেশ্য এ নয় যে ঐ কসমের জোরেই বক্তব্য বিষয়ের সত্যতা প্রতিপন্থ হবে, বরং কসমের মাঝেই যুক্তিও লুকায়িত থাকে । কুরআনী কসমের মধ্যে প্রায়শ স্বতঃসিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং এর মাধ্যমে মনে করিয়ে দেয়া হয়, আধ্যাত্মিক নিয়ম-নীতি ও অনুরূপ স্বতঃসিদ্ধ স্বত্ত্বাবিকভাবেই কার্যে পরিণত হয় । কুরআনী কসম বা শপথের উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা, যার পরিপূর্ণতার মাধ্যমে ‘সত্য’ সাব্যস্ত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় । শেষেকাং উদ্দেশ্যটিই এই শপথের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে ।

২৪৬৭। ইসলামের শক্রদের বিরুদ্ধে প্রাণ-পণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে মুসলমানরা তাদেরকে চরমভাবে হতিয়ে দিচ্ছে বা দিবে । ‘যাজিরাত’ অর্থে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদেরকেও বুঝায় ।

২৪৬৮। কুরআন আব্রতিকারীগণ ।

২৪৬৯। দুই থেকে পাঁচ আয়াতে যেমন ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, তেমনি প্রকৃত ঘটনাবলীরও বর্ণনা রয়েছে । প্রকৃত ঘটনা বর্ণনার দিক দিয়ে আয়াতগুলো বলে দিচ্ছে, সর্বকালে সর্বমানবের মাঝেই এমন একদল খোদা-ভোগ ও ধর্মপরায়ণ লোক থাকেন, যারা কথায় ও কাজে, উপদেশ দানে ও উপদেশ পালনে তৎপর থেকে এই সত্যের সাক্ষ্য দেন যে উপাস্যমাত্র একজনই । ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে এই আয়াতগুলো ব্যক্ত করেছে যে যদিও এই মুহূর্তে (সূরা অবতীর্ণ হওয়ার সময়) সমগ্র আরব জাতি মূর্তিপূজার অন্ধকারে আপাদমস্তক নিমগ্ন এবং নৈতিক অধঃপতনের চরম তলদেশে নিমজ্জিত, তথাপি তাদের মধ্য থেকে একটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে, যারা আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্য কীর্তন করে ও প্রশংসাগীতি গেয়ে গেয়ে সারাদেশকে মুখরিত করে তুলবে । শুধু তাই নয়, সমস্ত আরব ভূখণ্ডে তারা আল্লাহর একত্র প্রতিষ্ঠিত করে ছাড়বে । এইভাবে এই শপথের মধ্যে মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীগণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলীর উল্লেখ করে এই সাহাবীগণকেও তৌহীদের সাক্ষীরপে পেশ করা হয়েছে । এই আয়াতগুলোর আরেকটি ব্যাখ্যাও হতে পারে, যথাঃ যদি সকল ধর্মের প্রতিনিধিবৃন্দ একটি শান্তিপূর্ণ সম্মেলনে একত্রিত হয়ে নিরপেক্ষ ও নির্মোহ অবস্থায় ধর্মের মৌল নীতিগুলো আলোচনা-পর্যালোচনা করে নিরপেক্ষ ও মুক্ত মনে সত্য যাচাই করে দেখতেন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীগণ শান্তি রক্ষার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সকল প্রতিনিধির অধিকার ও সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতেন তাহলে ঐ সম্মেলনের অবিসংবাদিত ফলক্ষণত ও স্বীকৃতি এটাই দাঁড়াত যে উপাস্য মাত্র একজনই ।

৬। (যিনি) \*আকাশসমূহের ও পৃথিবীর এবং এ দুয়ের মাঝে  
যা-ই আছে এর প্রভু-প্রতিপালক এবং সব পূর্বদিকেরও প্রভু-  
প্রতিপালক<sup>১৪৭০</sup>।

★ ৭। \*নিশ্চয় আমরা নিকটতম আকাশকে তারকারাজির  
সৌন্দর্য দিয়ে সাজিয়েছি<sup>১৪৭১</sup>

৮। \*এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে (এটিকে) সংরক্ষণ  
করেছি<sup>১৪৭২</sup>।

★ ৯। কঠোর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এরা উর্ধ্বলোকে অবস্থিত  
(ফিরিশ্তাদের) সমাবেশের কথা শুনতে সক্ষম হবে না।  
প্রত্যেক দিক থেকে (এদের পাথর ছুঁড়ে) তাড়িয়ে দেয়া হয়।\*

১০। (অতএব এরা) বিতাড়িত এবং এদের জন্য এক লাগাতার  
আয়াব নির্ধারিত রয়েছে।

১১। \* (তবে তাদের মাঝে) যে এক আধটা কথা ছোঁ মেরে  
নিয়ে যায় তাকে এক উজ্জ্বল (অগ্নি) শিখা তাড়া করে<sup>১৪৭৩</sup>।

★ ১২। অতএব তুমি তাদের জিজেস কর, তারা যা সৃষ্টি করতে  
পারে তা কি আমরা যা<sup>১৪৭৪</sup> সৃষ্টি করেছি এর চেয়ে অধিক  
স্থায়ী? নিশ্চয় আমরা আঁঠালো \*কাদা থেকে তাদের সৃষ্টি  
করেছি।

দেখুন : ক. ১৯৪৬; ৩৮৪৬৭; ৪৪৪৮; ৭৮৪৩৮ খ. ১৫৪১৭; ৪১৪১৩; ৬৭৪৬ গ. ১৫৪১৮; ৪১৪১৩; ৬৭৪৬ ঘ. ১৫৪১৯ ঙ. ৬৪৩; ২৩৪১৩; ৩২৪৪; ৩৮৪৭।

২৪৭০। এর অর্থ এও হতে পারে, ইসলাম প্রথমে প্রাচ্যদেশগুলোতে বিস্তৃত হবে এবং পরে সেখান থেকে অপরাপর অংশে ছড়িয়ে পড়বে।  
২৪৭১। এই আয়াতে প্রাকৃতিক জগৎ এবং আধ্যাত্মিক জগতের মাঝে যে সামঞ্জস্য বিরাজমান তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। নৈসর্গিক  
আকাশ যেমন গ্রহ-তারকার দ্বারা রক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক জগত আধ্যাত্মিক গ্রহ-তারকা অর্থাৎ নবী-রসূল ও ধর্ম সংস্কারকগণ  
কর্তৃক রক্ষিত হয়ে থাকে। তাঁদের প্রত্যেকেই আধ্যাত্মিক জগতের অলংকাররূপে এর সৌন্দর্য ও শোভা বর্ধন করেন যেমন নৈসর্গিক  
আকাশে গ্রহ-তারকারাজি উদিত হয়ে এর শোভা-সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে থাকে।

২৪৭২। শয়তান দু' প্রকারের : (ক) মুসলিম সমাজের অভিন্নরীণ শয়তান যেমন মুনাফিক প্রভৃতি। এদেরকে বলা হয় অবাধ্য শয়তান  
যেমন বলা হয়েছে এই আয়াতে। (খ) বিছিশক্র বা অবিশ্বাসী, যাদেরকে বলা হয় বিতাড়িত শয়তান।

★ ৭-৯ আয়াতে নিখিল বিশ্বের বাহ্যিক ব্যবস্থাপনারও বর্ণনা দেয়া হয়েছে কিভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পৃথিবীতে সব সময় বর্ষিত  
উক্ষাগুলোকে বায়ুমণ্ডলেই জুলিয়ে ছাই করে দেয় এবং এ জুলার পেছনে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দূর পর্যন্ত কিছুটা চলে বলে মনে হয়। এভাবেই  
একথাও বলা হয়েছে, কোন এক যুগে মানুষ নিখিল বিশ্বের সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করবে। সেই যুগে অর্থাৎ রসূলে করীম (সা:) এর যুগে  
কেউ এর কল্পনাও করতে পারতো না। কিন্তু সুরক্ষিত রকেটে ভ্রমণকারী এসব মানুষকে চারদিক থেকে পাথর মারা হবে এবং তারা  
পৃথিবীর (অর্থাৎ নিকটতম আকাশের) বাইরে যেতে পারবে না। তারা কেবল নিকটের আকাশ পর্যন্ত পৌছুতে কিছুটা সাফল্য লাভ করতে  
পারে।

আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে এ আয়াত দ্বারা অসৎ উদ্দেশ্যে ওহীর অনুসরণকারী ও অনুমানকারী মানুষরূপী শয়তানকে বুঝানো হয়েছে।  
শয়তান তো ওহীর ধারে কাছেও পৌছতে পারে না। কিন্তু সামেরীর ন্যায় মানবরূপী শয়তানেরা কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিল ওহীর  
দরজন কেন মানুষের ওপর প্রতাব পড়ে। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাবে': কর্তৃক উর্দ্দতে অনুদিত কুরআন করীয়ে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য))।  
২৪৭৩। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর বাক্য আকাশে সংরক্ষিত থাকে ততক্ষণ এটা অপরের হস্তক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। কিন্তু  
নবীদের কাছে আল্লাহর এইসব বাণী অবতীর্ণ হবার পরে শয়তান অথবা নবীর শক্ররা এর শব্দাবলী ও অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়ে নবীর  
প্রতি আরোপ করে থাকে। অথবা তারা অবতীর্ণ করেকটি বাক্যের স্থানচ্যুত অবস্থান উদ্ধৃত করে এদের সাথে মিথ্যা মিশিয়ে পরিবেশন

টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ২৪৭৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَمَّا بَيْتَهُمَا  
وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ①

إِنَّا زَيَّنَاهُ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ  
إِلَكَوَأَكِبَ ①  
وَحِفَاظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَنٍ مَّا رَدَ ②

لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَغْلَى وَيُقْدَنَ فُونَ  
مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ③

دُخْرَا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّا صَبَ ④

إِلَّا مَنْ حَطَفَ الْغَطَفَةَ فَأَنْبَعَهُ شَهَابَ  
شَاقِبَ ⑤

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ آشَدُ خَلْقًا أَمْ مَنْ  
خَلَقْنَا دِرَانًا خَلَقْنَهُمْ مِنْ طَينٍ  
لَّا زَبَ ⑥

১৩। আসলে তুমি তো (সৃষ্টি সম্পর্কে) অবাক হচ্ছ, ২৪৭৫ অথচ তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করছে।

১৪। আর তাদের যখন উপদেশ দেয়া হয় তারা উপদেশ গ্রহণ করে না।

১৫। আর তারা যখনই কোন নির্দশন দেখে তারা হাসি-বিদ্রূপ করতে থাকে।

১৬। আর তারা বলে, ‘এটাতো কেবল এক সুস্পষ্ট যান্ত্র।

১৭। ‘আমরা মরে গিয়ে মাটি ও হাড়গোড়ে পরিণত হয়ে যাওয়ার পরও কি আমাদের পুনরুৎস্থিত করা হবে?’

১৮। আর আমাদের পূর্বপুরুষদেরও কি (পুনরুৎস্থিত করা হবে)?’

১৯। তুমি বল, ‘হ্যাঁ, (অবশ্যই) তোমরা (তখন) লাঞ্ছিত হবে।’

★ ২০। অতএব এটা হবে একটি মাত্র গভর্নেন্সের শব্দ। আর চেয়ে দেখ, তারা দেখতে শুরু করবে।

২১। আর তারা বলবে, ‘হ্যাঁ, আমাদের সর্বনাশ! এটা তো বিচার দিবস ২৪৭৬!’

১ [২২] ২২। (আল্লাহ্ বলবেন,) ‘এটা (সেই) মীমাংসার দিন, যা তোমরা প্রত্যাখ্যান করতে।’  
৫

২৩। (ফিরিশ্তাদের আদেশ করা হবে,) ‘যারা যুলুম করেছে তোমরা তাদের এবং তাদের সাথীদের একত্র কর। আর তাদেরও (একত্র কর) যাদের তারা উপাসনা করতো

২৪। আল্লাহকে ছেড়ে। অতএব জাহানামের পথে তাদের নিয়ে যাও।

بَلْ عَجِيبٌ وَّيَسْخَرُونَ ⑭

وَلَا دُكَرُوا لَا يَذْكُرُونَ ⑮

وَلَا رَاوَا أَيَّةً يَشْتَشِخُونَ ⑯

وَقَاتَلُوا رَبَّهُمْ إِلَّا سَخَرُ مُنِينَ ⑰

إِذَا مِثْنَاهُ كُنْتَ تُرَابًا وَّعَظَمَ مَا عَرَفَنَ  
لَمْ يَحْمُلُ شُونَ ⑯

أَوْ أَبَاؤُنَا أَلَا وَلُونَ ⑰

قُلْ تَعْمَلُوْ أَنْتُمْ دَاخِرُونَ ⑱

فَإِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ  
يَنْظَرُونَ ⑲

وَقَاتُلُوا لِيَوْيَنَّا هَذَا يَوْمُ الْحِسَنَينَ ⑳

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ  
تُكَذِّبُونَ ㉑

أَخْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَآزِدُوا جُهْنَمَ  
كَانُوا يَغْبُدُونَ ㉒

مِنْ دُولَتِ اللَّوْقَادِ هُمْ لِي صِرَاطِ  
الْجَحِيمِ ㉓

দেখুন : ক. ৭৪১১০; ৬১৪৭ খ. ১৩৪৬; ২৭৪৬৮; ৫০৪৪ গ. ৭৯৪১৪ ঘ. ৪৬৪৩৫; ৫২৪১৪, ১৫ ঙ. ৬৪২৩।

করে। এমনকি নবীর শিক্ষাকে তাদের নিজেদের শিক্ষা বলে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের এইসব মিথ্যা চালাকি ও চতুরতা তখনই ধরা পড়ে যায় যখন ধর্ম সংক্ষারকগণ এসে অবতীর্ণ বাক্যাবলী ও এর ব্যাখ্যার যথার্থতা নিজেরা ত্রৈশী আলোকে যাচাই করে দেখান।

২৪৭৪। এই ‘মান’ শব্দটি দ্বারা মহানবী (সাঃ) এর সাহাবীগণের কথা বুঝানো হয়েছে। ২ থেকে ৫ আয়াতেও সাহাবীগণকে বুঝিয়েছে। অথবা এই বাক্যাংশটির দ্বারা এই বিশ্বজগতের অপরূপ সৃষ্টি ও বিধান বুঝাতে পারে।

২৪৭৫। মহানবী (সাঃ) এর চেষ্টার ফলে যে একদল ধর্মপরায়ণ ও আল্লাহ-ভািরু সৎকর্মশীল লোকের উদ্ভব হলো এবং ইসলাম সমগ্র আরবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো, এতে হ্যারত মুহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং বিশ্য বোধ করলেন।

২৪৭৬। এটা দ্বারা পতনের দিনকে বুঝাতে পারে।

২৫। আর তাদের একটু দাঁড় করাও। নিশ্চয় তারা জিজ্ঞাসিত হবে।'

وَقُفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُونُونَ ⑬

২৬। (তাদের প্রশ্ন করা হবে,) 'তোমাদের কী হয়েছে, (এখন) যে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছ না' ১৪৭৭?

مَا كُنْمَا لَا تَنَاصِرُونَ ⑭

২৭। বরং তারা তো আজ (তাদের সব অপরাধ) স্বীকার করবে ১৪৭৮।

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُشْتَشِلُونَ ⑮

২৮। আর তারা 'সামনাসামনি হয়ে একে অপরকে প্রশ্ন করবে।

وَ أَقْبَلَ بِخُصُّهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
يَتَسَاءَلُونَ ⑯

★ ২৯। তারা বলবে, 'নিশ্চয় তোমরা আমাদের কাছে ডান দিক থেকে আসতে ১৪৭৮-ক।'

قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْثُونَنَا عَنِ  
الْيَوْمِينَ ⑰

৩০। তারা (অর্থাৎ মিথ্যা উপাস্যরা) বলবে, 'বরং তোমরাও তো কোন অবস্থাতেই ঈমান আনার মত লোক ছিলে না।

قَالُوا بَلْ لَهُ تَكُونُونَا مُؤْمِنِينَ ⑱

৩১। আর তোমাদের ওপর বলিষ্ঠ যুক্তিপ্রমাণভিত্তিক আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। বরং তোমরা নিজেরাই সীমালঙ্ঘনকারী লোক ছিলে।

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ قُنْ سُلْطَنٍ ۝ بَلْ  
كُنْتُمْ قَوْمًا طَغِيَّنَ ⑲

৩২। অতএব (আজ) আমাদের সম্পর্কে আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। নিশ্চয় আমরা (আয়াবের) স্বাদ ভোগ করবো।

فَحَقٌّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا مَعِ إِنَّا  
لَذَا إِقْرَونَ ⑳

৩৩। আমরা তোমাদের বিপথগামী করেছিলাম। নিশ্চয় আমরা নিজেরাও বিপথগামী ছিলাম ১৪৭৯।'

فَآغَوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غُوَيْنَ ㉑

৩৪। অতএব সেদিন তারা (সবাই) আয়াবে সমান অংশীদার হবে।

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ ㉒

৩৫। নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের সাথে এমন আচরণই করে থাকি।

৩৬। নিশ্চয় তারা এমন ছিল, তাদের যখন বলা হতো ‘আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই’ তখন তারা অহংকার করতো।

৩৭। আর তারা বলতো, ‘আমরা কি একজন পাগল কবির জন্য আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করবো?’

৩৮। বরং আসল কথা হলো, সে সত্য নিয়ে এসেছে এবং সব রসূলকে সত্যায়ন করেছে।

৩৯। (হে অস্বীকারকারীরা!) নিশ্চয়ই তোমরা যন্ত্রণাদায়ক আয়াব ভোগ করবে।

৪০। <sup>ষ</sup>আর কেবল তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফলই তোমাদের দেয়া হবে।

৪১। তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের কথা ভিন্ন।

৪২। এদেরই জন্য রয়েছে নির্ধারিত রিয়ক<sup>২৪৮০</sup>,

৪৩। (অর্থাৎ) বিভিন্ন ধরনের ফল<sup>২৪৮১</sup>। আর এদের অনেক সমান দেয়া হবে

৪৪। <sup>ষ</sup>নেয়ামতপূর্ণ বাগানসমূহে।

৪৫। <sup>ঝ</sup>এরা পালক্ষে সামনাসামনি বসে থাকবে।

৪৬। <sup>ঝ</sup>(বারণার) বহমান পানিতে ভরা পেয়ালা এদের পরিবেশন করা হতে থাকবে,

৪৭। যা স্বচ্ছ-গুরু (এবং) পানকারীর জন্য সুস্বাদু হবে।

৪৮। <sup>ঝ</sup>এ (পানীয়তে) কোন নেশা হবে না এবং এর দরুণ এরা জ্ঞানবুদ্ধিও হারাবে না।

إِنَّا هُنَّا كَذِلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ③

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أُقْتَلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا  
اللَّهُ يَسْتَحْكِبُونَ ③

وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوْا إِيمَانَنَا لِشَاعِرٍ  
مَجْنُونٍ ③

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ④

إِنَّكُمْ لَذَّأَقُوا النَّعَذَابَ الْأَلَّيْمِوْ ④

وَمَا تُجْزِؤُنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَخْمَلُونَ ⑤

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ⑤

أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَخْلُومٌ ⑤

فَوَآكِهُ جَوَهُمْ شُكْرٌ مُؤْنَ ⑤

فِي جَنَّتِ التَّعِيمِ ⑥

عَلَى سُرِّ مُتَقْبِلِينَ ⑥

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَانِقَنْ مَعِينَ ⑥

بَيْضَاءَ لَذَّةِ لِلشَّرِيكِينَ ⑥

لَا فِيهِ حَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْتَزُونَ ⑥

দেখুন : ক. ১৫৪৭; ৮৮৪১৫; ৬৮৪৫২ খ. ৩৬৪৫৫; ৪৫৪২৯; গ. ৫২৪২৩; ৫৫৪৫৩; ৫৬৪২১ ঘ. ৪৪৪৫৩; ৬৮৪৩৫; ৭৮৪৩২ ঙ. ৫৬৪১৬-১৭ চ. ৫৬৪১৮, ১৯, ছ. ৫৬৪২০

২৪৮০। ‘নির্ধারিত রিয়ক’ দ্বারা এই বুঝাচ্ছে যে মুসলমানগণ পূর্ব থেকেই জানতেন তারা আল্লাহর অনুগ্রহরাজি প্রাপ্ত হবেন। প্রবর্তী আয়াতগুলোতে সেসব অনুগ্রহরাজির বর্ণনা রয়েছে।

২৪৮১। ‘বিভিন্ন ধরনের ফল’ দ্বারা সেসব অনুগ্রহরাজিকে বুঝাচ্ছে যা সত্য বিশ্বাসের ও কর্মের ফলক্রপে মুমিনগণকে দেয়া হবে।

৪৯। \*আর এদের কাছে ডাগর চোখবিশিষ্ট, অবনত দৃষ্টির অধিকারী<sup>১৪৮২</sup> (রমণীরা) থাকবে।

৫০। (তারা দিষ্টিমান হবে) \*যেন তারা ঢেকে রাখা ডিম।\*

৫১। এরপর এরা সামনাসামনি হয়ে একে অপরকে প্রশ্ন করবে।

৫২। এদের মাঝ থেকে কোন এক ব্যক্তি বলবে, “নিশ্চয় আমার একজন সাথী ছিল।

৫৩। সে বলতো, ‘তুমিও কি (এ বিষয়ের) সত্যায়নকারী যে

৫৪। \*আমরা যখন মারা যাব এবং মাটি ও হাড়গোড়ে পরিণত হব তখনো কি (আমাদের কর্মের) প্রতিফল আমাদের দেয়া হবে?’

৫৫। সে বলবে, ‘তোমরা কি উঁকি মেরে দেখবে (সেই ব্যক্তি কী অবস্থায় আছে) <sup>১৪৮৩</sup>?’

৫৬। এরপর সে উঁকি মারলো এবং সে তার (সাথীকে) জাহানামের ঠিক মাঝখানে দেখতে পেল।

৫৭। সে (তাকে) বলবে, ‘আল্লাহর কসম, তুমি আমারও সর্বনাশ করতে বসেছিলে।

৫৮। আর আমার প্রভু-প্রতিপালকের অনুগ্রহ যদি না হতো তাহলে নিশ্চয় আমিও (জাহানামের সামনে) উপস্থাপিত হতাম।

৫৯। (হে জাহানামী! বল,) তবে কি এটা ঠিক নয় যে আমরা আর মরবো না,

দেখুন ৪ ক. ৫৫৪৫৭ খ. ৫৫৫৯ গ. ১৩৬; ৫০৪৪; ৫৬৪৪

১৪৮২। ‘ঈনুন’ হলো ‘আইনা’ এর বহুবচন (অর্থ হলো সুন্দর ও ডাগর চক্ষবিশিষ্ট পরিত্র স্তুলোক)। সুন্দর ও ভাল শব্দ এবং বাক্যকে ‘ঈনুন’ বলা হয়। ‘আরযুন আইনায়’ অর্থ সবুজ ও ক্রফ্যাটি (লেইন)। ইতিহাস সাক্ষ দিছে, উপরোক্ত আশিসসমূহ মুসলমানগণ লাভ করেছিলেন। তারা উদ্যানসমূহ লাভ করেছিলেন, সিংহাসনে বসেছিলেন, শক্তি ও ক্ষমতা তাদের হাতে এসেছিল। তারা হালাল আরাম-আয়েসের অধিকারী হয়েছিলেন। তারা আয়ত-লোচন অনিন্দ্য সুন্দরী রমণীদেরকে স্তুরিপে লাভ করেছিলেন এবং সর্বোপরি তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারা ও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট (১৪৮২৩)। এটাই ছিল তাদের বিরাট সফলতা।

★[৪৯-৫০ আয়াতে অবশ্যই উপমা বর্ণনা করা হয়েছে। তা না হলে হুরদের সম্বন্ধে এ কথা বলা, ‘এরা যেন ঢেকে রাখা ডিম’ দৃশ্যত এর কোন অর্থ হয় না। এর আসল অর্থ হলো, যেভাবে ঢেকে রাখা ডিম পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে তেমনিভাবে তাদের আধ্যাত্মিক সঙ্গীরাও অভ্যন্তরীণভাবে পরিব্রত ও পরিচ্ছন্ন হবে। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত চীকা দ্রষ্টব্য)]

★ [‘বায়ুন’-এর অর্থ হলো, উটপাথীর বা যে কোন পাথীর ডিম। প্রশংসা করে যখন কারো সম্পর্কে একথা বলা হয়, ‘হ্যা বায়ুয়াতুল বালাদ’ তখন এর অর্থ হয় : সে উটপাথীর ডিমের মত, যাতে রয়েছে পাথীর ছানা। কারণ পুরুষ উটপাথী সেক্ষেত্রে এটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করে অথবা স্যত্ত্বে স্বতন্ত্বাবে রেখে দেয়া ডিমের ন্যায় উদারতায় সে অতুলনীয়, অথবা সে প্রভু বা প্রধান, অথবা সে বালাদ এর (অর্থাৎ দেশ বা শহরের) মাঝে অতুলনীয়, যার কাছে অন্যেরা আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং যার কথা লোকেরা ধৃণ করে অথবা সে একজন বিখ্যাত বা সুপরিচিত ব্যক্তি। অতএব ‘বায়ুন মাকনুন’ এর অর্থ হবে বেহেশতের গৌরব সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত হবে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত চীকা দ্রষ্টব্য)]

১৪৮৩ চীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَعِنْهُمْ قُصْرٌ الْطَّرِفُ عَيْنُكُمْ<sup>১৪</sup>

كَانُهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ<sup>১৫</sup>

فَأَقْبَلَ بَخْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ<sup>১৬</sup>

قَالَ قَاتِلُ قِنْهُمْ لَيْنَ كَانَ لِيْ قَرِينٌ<sup>১৭</sup>

يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ<sup>১৮</sup>

إِذَا مِنَّا وَكَنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا إِنَّا لَمَحِينُونَ<sup>১৯</sup>

قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطَلِّعُونَ<sup>২০</sup>

فَأَطَّلَعَ فَرَأَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ<sup>২১</sup>

قَالَ تَائِلُوْ إِنْ كَذَّ لَتُرَدِّدُنِ<sup>২২</sup>

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْسِرِينَ<sup>২৩</sup>

آفَمَا نَخْنُ بِمَيْتِنِينَ<sup>২৪</sup>

৬০। কেবল আমাদের প্রথম মৃত্যু<sup>১৪৮৪</sup> ছাড়া (এবং) আমাদের আর কোন আয়াব দেয়া হবে না?

إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَى وَ مَا تَحْنَنُ  
عَمَّا مَعَهُ<sup>④</sup>

৬১। নিশ্চয় এটাই (মুমিনদের জন্য) এক বিরাট সফলতা<sup>১৪৮৫</sup>।

إِنَّ هَذَا لَهُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ<sup>⑤</sup>

৬২। এরপ (সফলতা অর্জনের) জন্যই সাধকদের সাধনা করা উচিত।

لِمِثْلِ هَذَا فَلَيَخْمَلِ الْغَيْلُونَ<sup>⑥</sup>

৬৩। আতিথেয়তা হিসাবে কি এটা উত্তম, না যাকুম (অর্থাৎ ফনীমনসা) গাছ<sup>১৪৮৬</sup>?

آذِلَكَ خَيْرٌ تَرْزُلَّ أَمْ شَجَرَةُ الرِّزْقُومِ<sup>⑦</sup>

৬৪। নিশ্চয় আমরা একে যালেমদের জন্য এক পরীক্ষার মাধ্যম বানিয়েছি<sup>১৪৮৭</sup>।

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً تِلْظِيلِيْمِينَ<sup>⑧</sup>

৬৫। নিশ্চয় এ এমন এক গাছ যা জাহানামের গভীরে উদ্গত হয়<sup>১৪৮৮</sup>।

إِنَّهَا شَجَدَةٌ تَخْرُجُ فِي آصِلِ الْجَحِيْمِ<sup>⑨</sup>

৬৬। এর ফল যেন শয়তানদের মাথা।

طَلْعَهَا كَانَةٌ رُؤُسُ الشَّيْطِينِ<sup>⑩</sup>

৬৭। অতএব নিশ্চয় তারা এ থেকে খাবে এবং এ দিয়ে নিজেদের পেট ভরাবে।

فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَمَا يُشْتُونَ مِنْهَا  
الْبُطُونَ<sup>⑪</sup>

৬৮। এরপর তা (খাওয়ার) পর নিশ্চয় তাদের জন্য থাকবে তীব্র গরম পানি মিশ্রিত পানীয়।

شَمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوَّبًا مِنْ حَمِيمِ<sup>⑫</sup>

৬৯। এরপর নিশ্চয় জাহানামের দিকে তাদের ফিরে যেতে হবে।

شَمَّ إِنَّ مَزِيْجَهُمْ كَلَّا إِلَى الْجَحِيْمِ<sup>⑬</sup>

৭০। তারা নিশ্চয় তাদের পূর্বপুরুষদের বিপথগামী দেখতে পেয়েছিল।

إِنَّهُمْ أَلْفَوا أَبْاءَهُمْ ضَائِقِينَ<sup>⑭</sup>

৭১। অতএব তাদেরই পদচিহ্নে এদেরও দৌড়ানো<sup>১৪৮৯</sup> হচ্ছে।

فَهُمْ عَلَى أَثْرِهِمْ يُهَرَّعُونَ<sup>⑮</sup>

দেখুন : ক. ২৩৯৩৮; ৪৪৯৩৬; খ: ৪৪৯৫৮; ৬১৯১৩; গ. ৪৪৯৪৪; ৫৬৯৫৩; ঘ. ৫৬৯৫৪; ঙ. ৭১১৭৪; চ. ৪৩৯২৪।

২৪৮৩। এখানে প্রশ়্নকারী হলেন ঐ ব্যক্তি, যিনি ৫২ আয়াতের বকারুপে বর্ণিত হয়েছেন। তিনি বেহেশ্তের অন্যান্য সঙ্গীদেরকে বলেছেন, আমার পুরাতন অবিশ্বাসী সঙ্গীটিকে তোমারা দেখতে চাও কি?

২৪৮৪। বেহেশ্তের বিশ্বাসী অধিবাসী বলছে, মানুষ কতবড় ভাগ্যবান যে সে মৃত্যুর পর অমর জীবনের অধিকারী হয়। ইহজগত থেকে বিদ্যায় নিবার পর সে আর মৃত্যুবরণ করে না। অমরত্বের পথে তার যাত্রার না আছে বিরতি, না আছে শেষ।

২৪৮৫। ‘বিরাট সফলতা’ অমর জীবনের সুখভোগ এবং আবহমান কাল ধরে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ত্বক্তিলাভ ও আধ্যাত্মিক মনক্ষামনা সিদ্ধির মাঝে মানুষ চরম সফলতা ও বিজয়কে উপভোগ করে।

২৪৮৬। ‘যাকুম গাছ’ অবিশ্বাসের বৃক্ষকে নির্দেশ করে। কুরআন সত্তিকার বিশ্বাসকে সেই পবিত্র বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছে, যে বৃক্ষ সবসময় সুমিষ্ট ফল দান করে থাকে। (১৪৯২৫-২৬) এবং অবিশ্বাস বা কুফরীকে অপবিত্র বৃক্ষ বলে অভিহিত করেছে (১৪৯২৭)। যাকুমকে বিষবৃক্ষ অর্থে গ্রহণ করলে এটাই বুঝায় যে অবিশ্বাসের অভিশঙ্গ বৃক্ষের ফল থেলে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের অপমৃত্যু বা অবসান ঘটবে।

২৪৮৭। অবিশ্বাসের বিষবৃক্ষ সর্বদাই মানবের মারাত্মক দুঃখ-দুর্দশার কারণ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

২৪৮৮। অবিশ্বাসের বিষবৃক্ষের অভিশঙ্গ ফল খাওয়ার অপরাধ মানুষকে দোষখের অতল গর্ভে নিষ্কেপ করবে।

২৪৮৯। মানুষ সাধারণত পুরাতন রীতি-নীতি, সংক্ষার ও প্রচলনের দাস হয়ে যায়। প্রচলিত প্রথা ও ধ্যান-ধারণার অবসান ঘটানো এক তীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

- ৭২। আর তাদের আগে (তাদের) পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ  
নিশ্চয় বিপথগামী হয়েছিল,  
**وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَذَّلِينَ**<sup>①</sup>
- ৭৩। অথচ আমরা অবশ্যই তাদের মাঝে সতর্ককারীদের  
পাঠিয়েছিলাম।  
**وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ**<sup>②</sup>
- ৭৪। অতএব দেখ, সতর্কতদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল!  
**فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ**<sup>③</sup>
- <sup>২</sup>  
[৫৩] ৭৫। তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা ভিন্ন।  
**إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ**<sup>④</sup>
- ৭৬। আর নিশ্চয় নৃহও আমাদের ডেকেছিল এবং (দেখ)  
আমরা কত উত্তম সাড়া দানকারী!  
**وَلَقَدْ نَأْتَنَا دُسَّانًا نُؤْسِرُ فَلَنِعِمُ الْمُجِيْبُونَ**<sup>⑤</sup>
- ৭৭। কার আমরা তাকে ও তার পরিবারপরিজনকে ভীষণ  
অস্ত্রিতা থেকে উদ্ধার করেছিলাম।  
**وَزَجَّيْنَاهُ وَآهَلَهُ وَمِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ**<sup>⑥</sup>
- ৭৮। আর আমরা শুধু তার বংশধরকেই টিকিয়ে  
রেখেছিলাম<sup>২৪৯০</sup>।  
**وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَقِيَّةَ**<sup>⑦</sup>
- ৭৯। আর আমরা অনাগত লোকদের মাঝে তার সুখ্যাতি  
অঙ্গুণ রাখলাম।  
**وَتَرَكْنَا عَلَيْنِهِ فِي الْآخِرِيْنَ**<sup>⑧</sup>
- ★ ৮০। বিশ্বজগতের (লোকদের) মাঝে নৃহের ওপর শাস্তি বর্ষিত  
হোক।  
**سَلَّمَ عَلَى نُورِهِ فِي الْعَلِمِيْنَ**<sup>⑨</sup>
- ৮১। নিশ্চয় আমরা এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দিয়ে  
থাকি।  
**إِنَّا كَذَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ**<sup>⑩</sup>
- ৮২। নিঃসন্দেহে সে আমাদের মু'মিন বান্দাদের একজন  
ছিল।  
**إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ**<sup>⑪</sup>
- ৮৩। আর আমরা অন্যদের ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।  
**شَدَّ آغْرَقْنَا الْآخِرِيْنَ**<sup>⑫</sup>
- ৮৪। আর নিশ্চয় ইব্রাহীমও তার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল।  
**وَإِنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ لَكَرِهِيْمَ**<sup>⑬</sup>

দেখুন : ক. ২১৪৭৭; ২৬৪১২০; ৫৪৪১৪।

দুঃসাধ্য ব্যাপার। কুরআনে এই কথা বার বার বলা হয়েছে, নুতন ধ্যান-ধারণার প্রতি অনীহাই মানুষের সত্য গ্রহণের পথে প্রধান অস্তরায়  
হয়ে দাঁড়ায়।

২৪৯০। নৃহ (আঃ) মানব সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এটি একটি গ্রাতিহাসিক সত্য যে কোন জাতি যখন সভ্যতার দিকে অগ্রসর  
হতে থাকে তখন তাদের সংখ্যাও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আশপাশের অন্যসর সম্প্রদায়গুলোর লোকসংখ্যা আনুপাতিকভাবে  
কমতে থাকে। নৃহ (আঃ) এর বংশধররা অধিকতর সভ্য হওয়ার কারণে এবং এই জাগতিক সম্পদের দিক দিয়ে তুলনামূলকভাবে অধিক  
সম্পদশালী হওয়ার কারণে তারা অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে এবং পার্শ্ববর্তী অনুন্নত জাতিগুলোকে নিজেদের করায়ন্ত করে নিজেদের  
মধ্যে আয়স্থ করে নেয়। ফলে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

★ ৮৫। ۴(স্মরণ কর) সে যখন তার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে  
সমর্পিত হৃদয় নিয়ে এল,

إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِينِيْمِ ۝

৮৬। (এরপর) ۷সে যখন তার পিতাকে ও তার জাতিকে  
বললো, ‘এসব কী যেগুলোর তোমরা উপাসনা করে থাক?’

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمَهُ مَاذَا تَخْبُدُونَ ۝

★ ৮৭। তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে মিথ্যাকে উপাস্যরূপে  
চাও? ۱

آئُفَّكَا إِلَهَةً دُونَ اللَّهِ تُرْبِيْدُونَ ۝

৮৮। অতএব তোমরা বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালককে কী  
মনে করে বসেছ? ۲

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۝

৮৯। ۸এরপর সে তারকাগুলোর দিকে এক পলক  
তাকালো ۳

فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ ۝

৯০। এবং বললো, ‘নিশ্চয় আমি অস্বস্তি বোধ করছি’ ۴

فَقَالَ رَبِّيْ سَقِيْمُ ۝

৯১। তখন তারা তাকে ছেড়ে চলে গেল।

فَتَوَلَّوْا حَنْمَةً مُذْبِرِيْنَ ۝

৯২। এরপর সে চুপিসারে তাদের উপাস্যদের দিকে গেল  
এবং জিজেস করলো, ‘তোমরা কি খাও না?’

فَرَاغَ إِلَى الْهَتِّيْمِ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۝

৯৩। তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা যে কথাও বলছ না? ۵

مَا كُمْكَلَ تَنْطِقُونَ ۝

৯৪। ۶এরপর সে চুপিসারে ডান হাত দিয়ে এগুলোর ওপর  
সজোরে এক আঘাত করলো ۷

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا يَأْيِمِيْنَ ۝

দেখুন : ক.২৬৮৯০,খ.১৯৪৩,২৬৮৭১,গ.৬৪৭৭,ঘ.২১৪৫৯।

২৪৯১। দেখা যায়, মানুষ অন্য একজন মানুষের উপরে ঐশ্বী-গুণাবলী আরোপ করে তার পূজায় লেগে যায়, অথবা প্রাকৃতিক বস্তু-নিচয় যথা চন্দ, সূর্য, গ্রহ, তারকা ইত্যাদির পূজায় আগ্রহী হয়ে উঠে। এমনকি প্রস্তর, মৃত্তিকা ও কাষ্ঠ দ্বারা নিজ হাতে নিশ্চিত পুতুলেরও পূজা করে। তাছাড়া পিত্তপুরুষগত আচার-আচারণ, চাল-চলন, কুসংস্কার এমন কি স্বকীয় বাসনা-কামনা ইত্যাদিরও পূজা করে থাকে।

২৪৯২। মনে হয় ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর স্বজাতীর লোকদের মধ্যে ঐশ্বী-গুণাবলী সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলেছিল। আলোচনায় ফলোদয় না হওয়ায় ইব্রাহীম (আঃ) বিষয়টাকে সংক্ষিপ্ত করতে চাইলেন। তিনি আকাশে তারকার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত দিলেন, কথাবার্তা বহু দীর্ঘায়িত হয়েছে, রাত্রি ও খুব গভীর হয়েছে। অতএব এখন বিতর্ক বন্ধ হওয়া উচিত।

২৪৯৩। কথা-বার্তা যুক্তিহীন ও বিফল পথে অগ্রসর হওয়ার কারণে ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর স্বজাতির লোকদেরকে বললেন, তিনি অস্বস্তি বোধ করছেন। অতএব এখন তাকে একা ছেড়ে তাদের চলে যাওয়াই ভাল। ‘ইন্নি সাকীম’ এর অর্থ এও হতে পারে, তোমাদের মিথ্যা খোদার উপাসনা দেখতে দেখতে আমি ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে পড়েছি অথবা তোমাদের মিথ্যা উপাস্যকে খোদার মত উপাসনা করার কারণে আমি মনে খুব কষ্ট পাচ্ছি, অথবা আমি এটা ঘৃণা করি।

★[এখনে ‘সাকীম’ এর অর্থ অসুস্থ নয়। কেননা এর পরেই প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে ফেলার মত এত বড় কাজ একজন অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হতো না। ‘সাকীম’ এর একটি অর্থ অস্বস্তি হওয়াও। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উর্দূতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৪৯৪। জীবন্ত আল্লাহর সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিহ্ন হলো, তিনি তাঁর মনোনীত বান্দাদের সাথে কথা বলেন, তাদের আবেদন শুনেন এবং তাদের প্রার্থনার জবাব দেন। কিন্তু যে প্রার্থনার জবাব দেয় না সেই উপাস্যতো অকর্মণ্য ও মৃত।

২৪৯৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৯৫। (লোকেরা যখন জানতে পারলো) তখন তারা তার দিকে  
ছুটে এল।

فَاقْبِلُوا إِلَيْهِ يَرِزْقُونَ ④

৯৬। সে (তাদের) বললো, ‘তোমরা (নিজেরা যেগুলো)  
খোদাই করে বানাও তোমরা কি সেগুলোরই উপাসনা কর’,

قَالَ آتَخْبَدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ⑤

৯৭। অথচ আল্লাহ্ তোমাদেরও এবং তোমরা যা বানাও  
তা-ও সৃষ্টি করেছেন ১৪৯৫-ক?

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَنْخَلُونَ ⑥

৯৮। তারা বললো, ‘তার জন্য তোমরা একটি চিতা (অর্থাৎ  
পোড়ানোর স্থান) বানাও, এরপর তাকে সেই জুলন্ত আগুনে  
ফেলে দাও।’

قَالُوا ابْتَوَاهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي  
الْجَحِيرَ ⑦

৯৯। ‘অতএব তারা তার বিরঞ্জে এক ষড়যন্ত্র আঁটলো। কিন্তু  
আমরা চরমভাবে তাদের লাঞ্ছিত করলাম ১৪৯৬।

فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ  
الْأَسْفَلَيْنَ ⑧

১০০। সে বললো, ‘নিশ্চয় আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের  
দিকে যাব। তিনি নিশ্চয় আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন।’

وَقَالَ إِنِّي ذَا هَبَرٌ إِلَى رَبِّي سَيِّهِدِيْنَ ⑨

১০১। (সে বললো,) ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি  
আমাকে সৎকর্মশীল (উত্তরাধিকারী) দান কর।’

رَبِّ هَبَبَ لِي مِنَ الصَّلِحِيْنَ ⑩

১০২। তখন আমরা তাকে এক পরম সহিষ্ণু পুত্রের সুসংবাদ  
দিলাম।

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلْمَمْ حَلِيْمِ ⑪

১০৩। এরপর সে যখন তার সাথে দৌড়াদৌড়ি করার বয়সে  
পৌছলো সে বললো, ‘হে আমার প্রিয় পুত্র! নিশ্চয় আমি স্বপ্নে  
দেখে থাকি আমি তোমাকে জবাই করছি ১৪৯৭। অতএব চিন্তা  
কর (এ ব্যাপারে) তোমার অভিমত কী?’ সে বললো, ‘হে  
আমার পিতা! তোমাকে যা আদেশ দেয়া হচ্ছে তুমি তা-ই  
কর। আল্লাহ্ চাইলে তুমি অবশ্যই আমাকে ধৈর্যশীল দেখতে  
পাবে।’\*

فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَيَ لَبِيْ  
أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا  
تَرَى ۝ قَالَ يَا بَنِي افْعُلْ مَا تُؤْمِرُ ز  
سَتَجِدُنِي إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ ⑫

দেখুন ৪ ক. ২১৪৬৭-৬৮ খ. ২১৪৬৯; ২৯৪২৫ গ. ২১৪৭১ ঘ. ১৯৪৪৯; ২৯৪২৭।

২৪৯৫। ডান হাত সামর্থ্য ও শক্তির প্রতীক। এই আয়াতের দ্বারা এটাই বুঝায় যে ইব্রাহীম (আঃ) মৃতিগুলোকে খুব জোরে আঘাত  
করলেন এবং টুকরো টুকরো করে ফেললেন। ‘ইয়ামীন’ শব্দ দ্বারা প্রতিজ্ঞাও বুঝায়। সে ক্ষেত্রে এই আয়াতের অর্থ হবে, নিজের প্রতিজ্ঞা  
রক্ষার জন্য ইব্রাহীম (আঃ) মৃতিগুলো ভেঙ্গে ফেললেন।

২৪৯৫-ক। তোমাদের হাত-পা, যা দ্বারা তোমরা কাজ কর।

২৪৯৬। ইব্রাহীম (আঃ) এর শক্ররা তাঁর বিরঞ্জে ভীষণ ষড়যন্ত্র করলো। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থভায় পর্যবসিত হওয়াতে তারা ভীষণ  
অপমানবোধে জর্জিরিত হলো।

২৪৯৭। আল্লাহ্ তাআলার আদেশক্রমে ইব্রাহীম (আঃ) কাকে কুরবানী রূপে পেশ করেছিলেন- ইসমাইলকে না ইস্থাককে- এই বিষয়ে  
কুরআন ও বাইবেলে ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। বাইবেলের মতে কুরবানীর পাত্র ছিলেন ইস্থাক (আঃ) (আদি পুস্তক-২২-২)। এই  
ব্যাপারে বাইবেলে পরম্পর বিরোধী কথা পাওয়া যায়। বাইবেল বলে ‘আব্রাহামকে’ আদেশ করা হয়েছিল, তাঁর একমাত্র সন্তানকে কুরবানী  
করতে। কিন্তু ইস্থাক (আঃ) কোন কালেই তাঁর একমাত্র সন্তান ছিলেন না। ইস্থাকের (আঃ) চাইতে ইসমাইল (আঃ) ১৩ বৎসরের  
বড় এবং এই ১৩ বৎসর তিনি ইব্রাহীম (আঃ) এর একমাত্র পুত্র ছিলেন। প্রথম পুত্র ও একমাত্র সন্তান হিসাবে তিনি পিতার কাছে  
অত্যধিক আদরের ছিলেন। অতএব এটাই যুক্তি-যুক্ত, আল্লাহ্ তাআলা ইব্রাহীম (আঃ)কে তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় পাত্র একমাত্র পুত্র  
ইসমাইলকেই (আঃ) কুরবানী করার আদেশ দিয়েছিলেন। কোন কোন খৃষ্টান পাদ্রী অনর্থক বলে থাকেন, ইসমাইল দাসীর পুত্র হওয়াতে

টাকার অবশিষ্টাংশ ও ★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

★ ১০৪। এরপর তারা উভয়ে যখন (আল্লাহর ইচ্ছার সামনে) আত্মসম্পর্ণ করলো এবং সে (অর্থাৎ ইব্রাহীম) তাকে (মাটিতে) উপুড় করে শোয়ালো\*

فَلَمَّا آشَلَّمَا وَتَلَّهُ لِلْجِنِّينِ

১০৫। তখন আমরা তাকে ডাক দিলাম, ‘হে ইব্রাহীম!

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَرَأْ بِرَاهِيمُ

১০৬। তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই পূর্ণ করেছ।’ নিচয় আমরা এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا جِرَانًا كَذِيلَكَ تَجْزِي  
الْمُخْسِنِينَ

১০৭। নিচয় এ ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা।

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلْوَةُ الْمُبِينُ

১০৮। আর আমরা এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে তাকে বাঁচালাম<sup>২৪৯৮</sup>। \*

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

তাঁর মাঝে রজ-মাংসের (কামনা-বাসনার) আধিক্য ছিল এবং ইস্হাক স্বাধীনা রমনীর সন্তান হওয়াতে তিনিই আল্লাহর প্রতিশ্রূত পবিত্র সন্তান (গালাতীয় ৪:২২-২৩)। একথা মোটেই সত্য নয় যে হ্যরত ইসমাইলের মা হ্যরত হাজেরা দাসী ছিলেন। তাই বাইবেলে আমরা দেখতে পাই, হ্যরত ইসমাইলকে বারবার ইব্রাহীমের (আঃ) পুত্র বলা হয়েছে, যেরূপ ইস্হাককে (আঃ) বলা হয়েছে (আদি পুস্তক-১৬:১৬, ১৭:২৩, ২৫)। তা ছাড়া একই ধরনের ‘বিরাট-ভবিষ্যতের’ প্রতিশ্রূতি রয়েছে ইসমাইল ও ইস্হাক উভয়ের জন্যই (আদি পুস্তক-১৬:১০, ১১, ১৭:২০)।

বাইবেলে ‘মারওয়া’ পাহাড়কে ‘মোরিয়া’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইসমাইল নামের স্থলে ইস্হাক বসানো হয়েছে। ‘মারওয়া’ মকার অদূরে একটি পাহাড়, যেখানে ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর শিশু-পুত্র ইসমাইলসহ হ্যরত হাজেরাকে আল্লাহর ইচ্ছায় ছেড়ে গিয়েছিলেন। ‘মারওয়া’ এর স্থলে ‘মোরিয়া’ আর ইসমাইলের স্থলে ইস্হাক এই দুশুর বদল ছাড়া বাইবেলে সমর্থনের নিমিত্ত আর এমন কিছু নেই, যা দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে, ইস্হাকই ছিলেন কুরবানীকৃত পুত্র, ইসমাইল নন। প্রনিধানযোগ্য বিষয় হলো, ইস্হাককেই কুরবানী দেয়া হয়েছিল বলে ইহুদী ও খ্রিস্টানরা মনে করলেও তাদের কোন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে এতবড় একটা ঘটনার কোন চিহ্নই পরিদৃষ্ট হয় না। তারা যা বলে তা যদি সত্যই হতো তাহলে তারা এত মাহাত্ম্যপূর্ণ ঘটনাটা বিস্তৃত হতো না। কোন না কোনভাবে তা ধর্মাচারে জাগরুক রাখতো। অপরদিকে হ্যরত ইসমাইলের আধ্যাত্মিক সন্তান মুসলমানেরা বহু উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে ইসমাইলের এই কুরবানীর কথা স্মরণ করে এবং নিজেরা পশু কুরবানী করে যিলহজ মাসের দশম দিনে সারাবিশ্বে তুমুল সাড়া জোগিয়ে তোলে। মুসলমান কর্তৃক গরু, দুষ্পুর, ছাগল ইত্যাদি কুরবানী করার এই সার্বজনীন ধর্মীয় আচার বিতর্কের উর্বে এবং এটা প্রমাণ করে যে হ্যরত ইব্রাহীম কুরবানীর জন্য ইস্হাককে নয় বরং ইসমাইলকেই পেশ করেছিলেন। ইব্রাহীম (আঃ)কে তাঁর স্বপ্ন-দ্রষ্ট কুরবানী একেবারে আক্ষরিকভাবে পালন করতে হয়নি, যদিও তিনি ও হ্যরত ইসমাইল (আঃ) আক্ষরিকভাবে তা পালন করতেই প্রস্তুত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নদ্রষ্ট কুরবানী তখনই এক হিসাবে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল যখন হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) স্ত্রী হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাইলকে মকার ধু-ধু উপত্যকায় আশ্রয়হীন অবস্থায় ছেড়ে গিয়েছিলেন।

এই যে বৌরত্তের কার্য, এরই মাঝে হ্যরত ইসমাইলের কুরবানীর চিহ্ন ও প্রতীক রয়েছে। প্রথমে ইব্রাহীমের (আঃ) প্রতি আল্লাহর এই নির্দেশ যে, নিজ পুত্রকে কুরবানী কর এবং কুরবানীর ঠিক মুহূর্তকাল পূর্বে এই নির্দেশ যে, থাম! হ্রুম পালন করা হয়ে গেছে— এই দুনির্দেশের মধ্যে উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে এখন থেকে মানুষ কুরবানী নিষিদ্ধ করা হলো। কেননা সেকালে এই অমানবিক নরহত্যা ধর্মের নামে বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল।

★[এ আয়াতে হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর নিজ পুত্র ইসমাইলকে বাহ্যিকভাবে জবাই করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার ঘটনা করা হয়েছে। হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্রকে জবাই করছেন—এ স্বপ্ন একবারই দেখেননি বরং বার বার দেখেছিলেন। কিন্তু বাহ্যিকভাবে জবাই করার অর্থ তাঁর ধারণায় এসে গেলেও তিনি ততক্ষণ তাঁর পুত্রের প্রাণ হরণের কথা প্রাকাশ করেননি যতক্ষণ তিনি (অর্থাৎ ইসমাইল) নিজেই ব্রেছায় এ জন্য প্রস্তুত হননি, যেভাবে ‘ফালায়া বালাগা মাআল্লাহস সাইয়া’ আয়াতাংশে বর্ণিত হয়েছে’—সে যখন দৌড়াদৌড়ি করার বয়সে পৌঁছলো এবং তাঁর (আঃ) সাথে পরিশ্রমের কাজ করতে শুরু করলো। কিন্তু এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই-ই ছিল, ইসমাইল (আঃ)কে পানি ও জনমানবহীন উপত্যকায় ছেড়ে আসতে হবে। অতএব আল্লাহ তাআলা এই স্বপ্ন বাহ্যিকভাবে বাস্তবায়ন করা থেকে তাঁকে বিরত রেখেছিলেন এবং তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন, তুমি পূর্বেই এ স্বপ্ন পূর্ণ করে দিয়েছ। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উর্দূতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত তীকা দ্রষ্টব্য)]

২৪৯৮। ইসমাইল (আঃ)কে কুরবানী দেয়ার ব্যাপারে ইব্রাহীম (আঃ) এর অবিচল নিষ্ঠা ও পুত্র ইসমাইলের অটল সংকল্প ও প্রস্তুতি, মানবেতিহাসে চিরস্মরণীয় করার জন্য হজব্রত পালনের অঙ্গ হিসাবে পশু কুরবানী করাকে একটি ইসলামী অনুষ্ঠানে রূপ দেয়া হয়েছে। আয়াতটি থেকে আরো বুঝা যায়, ইব্রাহীম (আঃ) এর সময় নরবলী দেয়ার যে প্রচলন ছিল, তা পশু কুরবানীতে বদলে দেয়া হলো।

★[‘যিবহীন আয়ীম’-অর্থাৎ মহান কুরবানী বলতে ব্রানো হয়েছে খোদার পথে আস্ত্যাগকারী সব সম্বান্ধিত নবীর মাঝে হ্যরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে মহান সত্তা। তাঁর আগমন হ্যরত ইসমাইল (আঃ) এর বেঁচে যাওয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উর্দূতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত তীকা দ্রষ্টব্য)]

১০৯। আর আমরা পরবর্তীদের মাঝে তার সুখ্যাতি অক্ষণ  
রাখলাম<sup>২৪১৯</sup>।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرَتِ

১১০। ইব্রাহীমের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক!

سَلَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

১১১। এরপেই আমরা সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দিয়ে  
থাকি।

كَذِلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ

১১২। নিশ্চয় সে ছিল আমাদের মু'মিন বান্দাদের একজন।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

১১৩। <sup>ক</sup>আর আমরা তাকে ইস্থাকের সুসংবাদ দিয়েছিলাম।  
সে (ছিল) নবী (ও) সৎকর্মশীলদের একজন।

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ تَبِيًا مِنَ الصَّالِحِينَ

★ ১১৪। আর আমরা তাকে<sup>২৫০০</sup> ও ইস্থাককে কল্যাণে ভূষিত  
করেছিলাম। আর <sup>ক</sup>উভয়ের প্রজন্মের অনেকে ছিল  
[৩৯] সৎকর্মশীল এবং অনেকে ছিল প্রকাশ্যভাবে নিজেদের ওপর  
অত্যাচারী।\*

وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ دَوْمَنْ  
ذُرَيْتَهُمَا مُحْسِنٍ وَظَالِمٍ لِنَفْسِهِمْ  
مُمْيَنِينَ

১১৫। <sup>গ</sup>আর নিশ্চয় আমরা মুসা ও হারানের প্রতিও অনুগ্রহ  
করেছিলাম।

وَلَقَدْ مَنَّنَا عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ

১১৬। <sup>ঘ</sup>আর আমরা তাদের উভয়কে ও তাদের জাতিকে এক  
চরম দুঃখদূর্দশা থেকে উদ্ধার করেছিলাম।

وَجَيَّنَنِهِمْ وَقَوَّمُهُمْ مِنَ الْكَرِبِ  
الْعَظِيمِ

১১৭। আর আমরা তাদের (সবাইকে) সাহায্য করেছিলাম।  
এর ফলে তারাই বিজয়ী হয়েছিল।

وَنَصَّنَهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَلِيلِينَ

★ ১১৮। আর আমরা সন্দেহাতীতভাবে এক স্বচ্ছ কিতাব তাদের  
দিয়েছিলাম।

وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ

১১৯। আর আমরা তাদের উভয়কে সরলসুদৃঢ় পথে  
পরিচালিত করেছিলাম।

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

১২০। আর আমরা পরবর্তীদের মাঝে তাদের সুখ্যাতি অক্ষণ  
রেখেছিলাম।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرَتِ

দেখুন : ক. ১১৪৭২; ১১৪৫০; ২১৪৭৩; ২৯৪২৮ খ. ৫৭৪২৭ গ. ২০৪৩১; ২৮৪৩৫ ঘ. ২৬৪৬৬।

২৪৯। এর চেয়ে বড় সাক্ষ্য ইব্রাহীম (আঃ) এর মাহাত্ম্যের আর কী হতে পারে যে তিনি তিনটি বড় বড় ধর্মের অনুসারীরা তাঁকে  
আপনি পিতৃপুরুষ বলে গৌরব বোধ করে। এই তিনটি ধর্ম হলো, ইসলাম, খৃষ্টান ও ইহুদী ধর্ম।

২৫০। ‘আর আমরা তাকে ও ইস্থাককে কল্যাণে ভূষিত করেছিলাম’ দ্বারা হ্যারত ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশকে ইসলামের মাধ্যমে  
আশিসমণ্ডিত করার কথা বলা হয়েছে। কেননা হ্যারত ইস্থাকের নাম ও তাঁর আশিসপ্রাপ্তি পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

★[‘যালিম’ (অত্যাচারী) ও ‘যুলুম’ (অত্যাচার) শব্দ দুটি কুরআন করীমে বিনা ব্যতিক্রমে সব সময় দোষ বা অপরাধ হিসেবে ব্যবহৃত  
হয়নি। যখন এ অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন শব্দ দুটি সরলসুদৃঢ় পথ থেকে সব ধরনের বিচ্যুতিকে বুঝায়। তথাপি কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে,  
যেখানে এ শব্দ দুটি প্রশংসা বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। সুরা আল ফাতির এর ৩৩ আয়াত থেকে এটা সুন্পট, আল্লাহ তাঁর মনোনীত

\* চিহ্নিত চীকাটির অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১২১। মূসা ও হারনের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক!

سَلَّمٌ عَلَى مُوسَى وَهُرُونَ ﴿١﴾

১২২। নিশ্চয় আমরা এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

إِنَّا كَذَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢﴾

১২৩। নিশ্চয় তারা উভয়ে আমাদের মু'মিন বান্দা ছিল।

إِنَّهُمْ مَا مِنْ عِبَادٍ دَنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

১২৪। আর নিশ্চয় ইলিয়াস<sup>২৫০১</sup> রসূলদের একজন ছিল।

وَإِنَّ رَالْيَاسَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٤﴾

১২৫। (স্মরণ কর) সে যখন তার জাতিকে বলেছিল, ‘তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?’

إِذْ قَالَ لِقَوْمَهِ أَكَ تَشْتُفُونَ ﴿٥﴾

১২৬। তোমরা কি ‘বা’ল’(মূর্তিকে)-<sup>২৫০২</sup> ডাক এবং পরিত্যাগ কর সর্বোত্তম স্মষ্টা

أَتَذْعُونَ بَغْلًا وَ تَذَرُونَ آخْسَنَ  
الْخَالِقِينَ ﴿٦﴾

১২৭। আল্লাহকে, যিনি তোমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রভু-প্রতিপালক?

إِلَهُ رَبِّكُمْ وَ رَبَّ أَبَائِكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُنَّ

১২৮। এরপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলো। সুতরাং (আয়াবের জন্য) অবশ্যই তাদের উপস্থিত করা হবে।

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَحْضُرُونَ ﴿٧﴾

১২৯। তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের কথা ভিন্ন।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨﴾

১৩০। আর আমরা পরবর্তীদের মাঝে তার সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলাম।

وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٩﴾

১৩১। ‘ইলিয়াসীন’এর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক<sup>২৫০৩</sup>!★

سَلَّمٌ عَلَى إِلَيَّاسَ ﴿١٠﴾

১৩২। নিশ্চয় আমরা এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

إِنَّا كَذَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١﴾

১৩৩। নিশ্চয় সে ছিল আমাদের মু'মিন বান্দাদের একজন।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾

বান্দাদের মাঝে এমন সব ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন যারা ‘যালিমুল্লি নাফসিহী’ (অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে চেষ্টাসাধনা করতে গিয়ে নিজেদের প্রতি অত্যাচার করে)। একই শ্রেণীতে যারা তুলনামূলকভাবে ওপরের স্তরে রয়েছে তাদের ‘মুখতাসীর’ (মধ্যপদ্ধতি) ও ‘সাবিক বিল খায়রাত’ (পুণ্য কাজে অগ্রগামী) বলে উল্লেখ করা হয়েছে (সুবা আল ফাতির: ৩৩)।

অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক সংগ্রামে প্রাথমিক পর্যায়ে সৎকাজ করার জন্য নিজের প্রতি কিছুটা কঠোর ও নির্দয় হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। যারা আল্লাহর খাতিরে তা করে তারা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। তথাপি তাদের ‘যালিমুল্লি নাফসিহী’ (নিজেদের প্রতি অত্যাচারী) বলা হয়। (মাওলানা শেরে আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে):) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৫০১। হ্যরত ইলিয়াস বা এলিজা খৃষ্টপূর্ব ৯০০ সালে জর্ডন নদীর পূর্ব তীরে গিলিয়াদ নামক স্থানের বাসিন্দা ছিলেন।

২৫০২। ‘বা’ল’ একটি মূর্তির নাম যেটাকে ইলিয়াস নবীর জাতি পূজা করতো। এই জাতি সুর্যের উপাসক ছিল। সিরিয়ায় বা’ল বাক (লেইন) নামে একটি শহর আছে। এর অধিবাসীরা সূর্য দেবতাকে পূজা করতো। বা’ল ঐ সূর্য-দেবতার নামও হতে পারে।

২৫০৩। ‘ইলিয়াস’ এরই অন্য রূপ ‘ইলিয়াসীন’ হতে পারে, যেমন সীনা (২৩:২১) শব্দেরই অপর রূপ সিনীন (৯৫:৩)। অথবা এটি ইলিয়াস শব্দের বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে ইলিয়াস ও তাঁর অনুসারীদেরকে বুঝাতে পারে।

১৩৪। <sup>ك</sup>আর নিশ্চয় লৃতও ছিল রসূলদের একজন।

وَإِنَّ لُؤْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١﴾

১৩৫। <sup>ك</sup>(স্মরণ কর) আমরা যখন তাকে ও তার পরিবারপরিজনের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম,

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٢﴾

১৩৬। <sup>গ</sup>পশ্চাতে অবস্থানকারী এক বৃদ্ধা ছাড়া।

إِلَّا عَجَزَا فِي الْغَيْرِينَ ﴿٣﴾

১৩৭। <sup>ঘ</sup>এরপর আমরা অন্যান্যদের ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।

ثُمَّ دَمَّنَا الْأَخْرِينَ ﴿٤﴾

১৩৮। <sup>ঙ</sup>আর নিশ্চয় তোমরা (কখনো) ভোর বেলায় তাদের (ধ্বংসাবশেষের) ওপর দিয়ে যাতায়াত করে থাক

وَإِنَّكُمْ لَتَمْرُذُونَ عَلَيْهِمْ مُضِرِّحِينَ ﴿٥﴾

<sup>৮</sup>  
[২৫] ১৩৯। এবং (কখনো) রাতের বেলায়ও (যাতায়াত করে থাক) <sup>২৫০৪</sup>। তথাপি তোমরা কি বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না?

وَإِلَيْهِمْ أَقْلَالَ تَعْقِلُونَ ﴿٦﴾

১৪০। <sup>চ</sup>আর নিশ্চয় ইউনুস <sup>২৫০৫</sup> ছিল রসূলদের একজন।

وَإِنَّ يُوْسُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

১৪১। (স্মরণ কর) সে যখন ভরা নৌকার দিকে পালিয়ে গেল <sup>২৫০৬</sup>।

إِذَا بَقَ إِلَى الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ ﴿٨﴾

★ ১৪২। এরপর সে নৌকায় (তার সহযাত্রীদের ডাকে) লটারীতে অংশ নিল এবং হেরে গেল।

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحْضِينَ ﴿٩﴾

১৪৩। অতঃপর একটি মাছ তাকে গিলে ফেললো। আর সে (নিজেকে) ধিক্কার দিতে লাগলো।

فَأَنْتَقَمْهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِيمٌ ﴿١٠﴾

দেখুন : ক. ৭৪৮১; ২৬৪১৬১; ২৯৪২৯ খ. ২৬৪১৭১; ২৯৪৩৩; ৫১৪৩৬ গ. ৭৪৮; ১১৪৮২; ১৫৪৬১; ২৭৪৫৮ ঘ. ২৬৪১৭৩; ঙ. ১৫৪৭৭ চ. ২১৪৮৮; ৬৮৪৪৯।

★[এ আয়াতে ‘ইলিয়াস’ এর পরিবর্তে ‘ইলিয়াসীন’ বলা হয়েছে। তফসীরকারগণ এর একটি অর্থ করে থাকেন, ইলিয়াস ও জন ছিলেন। কেননা তিনের কম সংখ্যার জন্য বহুবচন রূপে ‘ইলিয়াসীন’ শব্দ ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু হিন্দু বাগধারায় সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে একজনের জন্যেও বহুবচন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাদের কিতাবে মহানবী (সা:) এর নাম ‘মুহাম্মদ’ বলা হয়নি, বরং তাঁর নাম লেখা হয়েছে ‘মুহাম্মাদিম’। এলীয় অর্থাৎ ইলিয়াসও অসাধারণ ত্যাগ স্থাকার করেছিলেন বলে তাঁর নামও বহুবচনে লেখা হয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে) (রাহে): কর্তৃক উর্দ্ধতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৫০৪। সদোম ও ঘমোরা যে দুটি শহরে লৃত (আঃ) আল্লাহর বাণী প্রচার করতেন, আরবের বাণিজ্য বহরগুলো সিরিয়া যাওয়ার পথে দিনে ও রাত্রে সেই শহর দুটি অতিক্রম করতো। শহর দুটি ছিল সদর রাস্তার উপরে। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, শহরগুলো যে রাস্তার উপর অবস্থিত ছিল সেই রাস্তাগুলো এখনো বিদ্যমান আছে (১৫৪৭৭)।

২৫০৫। ইউনুস নবী ছিলেন ইসমাইল বংশীয় এবং প্রায় ৯০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে দ্বিতীয় জেরোবোয়াম অথবা জেহোয়াহায়ের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন (দেখুন ৬৪৮৭, ৮৮)।

২৫০৬। বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী ইউনুস (আঃ)কে নিনেভাতে প্রচার করবার জন্য আল্লাহ মনোনীত করলেন। তিনি সেখানকার ধর্মহীনতার বিকৃতে “উচ্চ আওয়াজ” তুলতে আদিষ্ট হলেন। কিন্তু তিনি তা না করে “সদা প্রতুর সম্মুখ হতে তশীশে পালাইয়া যাইবার নিমিত্তে উঠিলেন” (যোনা-১৪৩)। বাইবেলের এই বর্ণনাকে কুরআন অসত্য বিবেচনা করে। কেননা আল্লাহর একজন নবীর প্রতি একপ কথা আরোপ করা মিথ্যা অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত ঘটনা হলো, তাঁর জাতি আল্লাহর বাণীকে অগ্রহ্য করার কারণে তিনি উত্ত্যক্ত ও বিরক্ত হয়ে তাদেরকে পরিত্যাগ করে চলে যান।

১৪৪। আর সে যদি (আল্লাহর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারীদের একজন না হতো

১৪৫। তা হলে সে পুনরাগ্রথিত হওয়ার দিবস পর্যন্ত অবশ্যই এর পেটে পড়ে থাকতো।

১৪৬। এরপর আমরা তাকে ভয়ানক অসুস্থ অবস্থায় এক খোলা মাঠে নিষ্কেপ করলাম।

১৪৭। আর আমরা তাকে ঢেকে দেয়ার জন্য কদু জাতীয় এক গাছ উ গত করলাম।

১৪৮। আর আমরা তাকে এক লাখ বা এর কিছু বেশি সংখ্যক (লোকের) কাছে (রসূলরূপে) পাঠিয়েছিলাম।

১৪৯। <sup>ك</sup>সুতরাং তারা ঈমান আনলো। আর আমরা এক মেয়াদ পর্যন্ত তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিলাম।

১৫০। <sup>ك</sup>অতএব ভূমি তাদের জিজেস কর, <sup>২৫০৬-</sup>ক কন্যারা কি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের জন্য এবং পুত্ররা তাদের জন্য <sup>২৫০৭</sup>?

১৫১। <sup>ك</sup>আমরা (কি) ফিরিশ্তাদের নারীরূপে সৃষ্টি করেছি এবং তারা (কি) এর সাক্ষী ছিল?

★ ১৫২। সাবধান! নিশ্চয় এটা তাদের উত্তীবিত মিথ্যা যখন তারা বলে,

১৫৩। ‘আল্লাহ পুত্র জন্ম দিয়েছেন’। আর নি:সন্দেহে তারাই মিথ্যাবাদী।

১৫৪। <sup>ك</sup>তিনি কি পুত্রদের পরিবর্তে কন্যাদের বেছে নিয়েছেন?

১৫৫। তোমাদের কী হয়েছে? এটা তোমাদের কেমন বিচার?

১৫৬। অতএব তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَحِثِينَ ①

لَكِبِّثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبَعَثُونَ ②

فَتَبَذَّلَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ③

وَأَنْبَشَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ④

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مَائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ⑤

فَامْنُوا فَمَتَّخِذُهُمْ إِلَى حِينٍ ⑥

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ  
الْبَنْتُونَ ⑦

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَ هُنْ  
شَاهِدُونَ ⑧

أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِقْرِبِهِمْ لَيَقُولُونَ ⑨

وَلَدَ اللَّهُ وَلَا نَهُمْ لَكَذِبُونَ ⑩

أَضْطَقَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ⑪

مَا لَكُمْ تَكْيَفَ تَحْكُمُونَ ⑫

أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ⑬

দেখুন ৪ ক. ১০৪৯. খ. ৬৪১০১; ১৬৪৫৮; ৪৩৪১৭; ৫২৪৪০; ৫৩৪২২; গ. ১৭৪৪১; ৩৭৪১৫১; ৪৩৪২০. ঘ. ৪৩৪১৭; ৫৩৪২২।

২৫০৬-ক। ‘তাদের’ অর্থ মক্কার অবিশ্বাসীদের।

২৫০৭। আরববাসীরা ফিরেশ্তাদেরকে আল্লাহর শক্তির অধিকারী মনে করতো এবং তাদেরকে আল্লাহর কন্যা মনে করতো। এস্তে এই ধরনের যে অংশীবাদিতা বা শিরক করা হতো, এরই নিন্দা করা হয়েছে।

১৫৭। অথবা ক্ষেত্রের কাছে কি কোন অকাউ যুক্তিপ্রমাণ আছে?

১৫৮। সুতরাং তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তোমাদের কিতাব<sup>১৫০৮</sup> নিয়ে আস।

★ ১৫৯। আর তাঁর ও জিনদের মাঝে এক রক্তের সম্পর্ক রয়েছে বলে তারা দাবী করে। অথচ জিনরা ভালভাবে জানে, (তাঁর সামনে) তাদের(ও) হায়ির করা হবে।

১৬০। তারা যা বর্ণনা করছে আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র।

১৬১। আল্লাহ্ মনোনীত বান্দারা (এক্ষেত্রে) ব্যতিক্রম।

১৬২। সুতরাং (জেনে রাখ) নিশ্চয় তোমরা এবং তোমরা যাদের উপাসনা কর,

১৬৩। তোমরা (সবাই মিলে) তাঁর বিরুদ্ধে (কাউকে<sup>১৫০৯</sup>) বিপথগামী করতে পারবে না,

১৬৪। কেবল তাকে ছাড়া, যে জাহান্নামে প্রবেশ করবেই।

১৬৫। আর (ফিরিশ্তারা বলবে), ‘আমাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে এক নির্ধারিত অবস্থান<sup>১৫১০</sup>।’

১৬৬। আর নিশ্চয় আমরা সবাই (আল্লাহ্ সামনে) সারিবদ্ধ হয়ে আছি।

১৬৭। আর নিশ্চয় আমরা সবাই (আল্লাহ্ সামনে) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।

১৬৮। আর তারা (অর্থাৎ কাফিররা) অবশ্যই বলতো,

آمَلْكُمْ سُلْطَنٌ مُّبِينٌ<sup>১৫১</sup>

فَأَتُوا بِيَكْثِيرٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ<sup>১৫২</sup>

وَجَعَلُوا بَيْتَنَا وَبَيْنَ الْجِنَّةِ تَسْبِيحاً وَ لَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةَ رَأَيْهُمْ لَمْ يُحَضِّرُونَ<sup>১৫৩</sup>

سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصْفُونَ<sup>১৫৪</sup>

رَلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ<sup>১৫৫</sup>

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَغْبُدُونَ<sup>১৫৬</sup>

مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاقِتِينَ<sup>১৫৭</sup>

إِلَّا مَنْ هُوَ صَاحِبُ الْجَحِيْمِ<sup>১৫৮</sup>

وَمَا مِنَّا لَلَّهَ مَقَامَ مَغْلُومٍ<sup>১৫৯</sup>

وَإِنَّا لَنَخْنُ الصَّافُونَ<sup>১৬০</sup>

وَإِنَّا لَنَخْنُ الْمُسَيْحُونَ<sup>১৬১</sup>

وَإِنَّا لَنَخْنُ الْيَقُولُونَ<sup>১৬২</sup>

দেখুন : ক. ৫২৪৩৯, খ. ৬৪১০১, গ. ২৪৩১; ২১৪২১; ৪১৪৩৯।

২৫০৮। কোন ঐশী কিতাবেই ঘূণাক্ষরেও একুশ নির্বোধ ও জগন্য মত পোষণ করা হয়নি।

২৫০৯। তাদের মত একই ধ্যান-ধারণার অধিকারী লোকদেরকেই ভূত-প্রেতরা পথভ্রষ্ট করতে পারে, কিন্তু তারা ধর্মপরায়ণ লোকদের উপর কর্তৃত্ব বা প্রভাব খাটাতে পারে না।

২৫১০। অনেকে মনে করেন, এখানে ফিরিশ্তার কথা বলা হয়েছে। অন্যরা মনে করেন, এখানে বিশ্বাসীদের কথা বলা হয়েছে।

১৬৯। ‘আমাদের কাছে যদি পূর্ববর্তীদের কোন উপদেশবাণী  
(এসে) থাকতো

لَوْأَنْ يَنْذِنَكُمْ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦﴾

১৭০। তাহলে নিশ্চয় আমরা আল্লাহর মনোনীত বান্দা হয়ে  
যেতাম।’

لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٧﴾

১৭১। অতএব (এখন যেহেতু) তারা তাঁকে অস্বীকার করলো,  
তাই তারা অবশ্যই (এর পরিণাম) জানতে পারবে।

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

১৭২। আর নিশ্চয় আমাদের প্রেরিত বান্দাদের সম্বন্ধে পূর্বেই  
আমাদের (এ) সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে,

وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتَنَا لِعِبَادِنَا<sup>۱۴۳</sup>  
الْمُرْسَلِينَ ﴿١٩﴾

১৭৩। \*নিশ্চয় তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

لَأَنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُرُونَ ﴿٢٠﴾

১৭৪। আর নিশ্চয় আমাদের বাহিনীই (অর্থাৎ মু'মিনদের  
দলই) অবশ্যই বিজয়ী হবে।

وَ إِنَّ جَنَاحَنَا لَهُمُ الْغَلِيبُونَ ﴿٢١﴾

১৭৫। অতএব তুমি কিছু কাল পর্যন্ত তাদের উপেক্ষা কর

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ جِئْنَ ﴿٢٢﴾

১৭৬। এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করতে থাক। এরপর তারাও  
শীত্বাই (নিজেদের পরিণাম) দেখে নিবে।

وَ أَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبَصِّرُونَ ﴿٢٣﴾

১৭৭। \*এরপরও তারা কি আমাদের আয়াব তরাখ্তি করতে  
চায়?

آفَيْعَذًا إِنَّا يَشْتَغِلُونَ ﴿٢٤﴾

১৭৮। কিন্তু সেই (আয়াব) যখন তাদের উঠানে<sup>১১</sup> অবতীর্ণ  
হবে তখন সতর্কতদের প্রভাত অতি মন্দ হবে।

فَإِذَا نَزَّلَ بِسَاحِتِهِمْ فَسَاءٌ صَبَّارٌ  
الْمُنْذَرِينَ ﴿٢٥﴾

১৭৯। অতএব তুমি কিছু কাল পর্যন্ত তাদের উপেক্ষা কর

وَ تَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ جِئْنَ ﴿٢٦﴾

১৮০। এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করতে থাক। এরপর তারাও  
অবশ্যই (নিজেদের পরিণাম) দেখে নিবে।

وَ أَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبَصِّرُونَ ﴿٢٧﴾

১৮১। তারা যা বর্ণনা করছে সমান ও শক্তির অধিকারী  
তোমার প্রভু-প্রতিপালক এ থেকে পবিত্র।

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨﴾

১৮২। আর সব রসূলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক<sup>১১১</sup>!

وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨﴾

<sup>১১১</sup>  
[৪৪] ১৮৩। আর সব প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক  
আল্লাহরই।

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾

দেখুন : ক. ২৭৯৬০ খ. ১৪২; ৬৪৪৬।

২৫১২। এখানে মহানবী (সাঃ) এর কথাই বলা হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে সকল নবী-রসূলের  
প্রতিনিধিত্ব করেন।